দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 2 1 DEC ... পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

৩৫

শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন

দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, সেইসাথে শিক্ষার প্রতিও মানুষের আগ্রহ এবং সরকারী প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার পাশাপাশি স্কুলের সংখ্যা বা স্কুলে শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা প্রয়োজনানুয়ায়ী বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে ক্লাসে যথাযথ পাঠদান ও পাঠ মূল্যায়ন সম্ভব হইতেছে না। তাই শিক্ষার মান নিম্নমুখী। তাহাছাড়া ভর্তি সমস্যাসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই সমস্যা সমাধানে নূতন নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা আবশ্যক। বেসরকারী পর্যায়ে নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইলে স্থানীয় কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে তাহা হইতে হয়। এজন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করিতে হয় এবং স্থায়ী আমানত হিসাবে মোটা অংকের টাকা ব্যাংকে জমা রাখিতে হয়; ঘর-দরজা, আসবাবপত্র নির্মাণ করিয়া শিক্ষক নিয়োগ করিয়া তিন চার বৎসর এই প্রতিষ্ঠানকে চালাইয়া নিতে হয়। অতঃপর বেতন ভাতার সরকারী অংশ পাওয়ার জন্য আবেদন ও দেন-দরবার করিতে হয়। সব শর্ত পূরণ হইলে সেই প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়। কিন্তু বর্তমানে জীবনযাত্রা কঠিন হইয়া পড়ায় জমি দিয়া, অর্থ দিয়া নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করিবার মত ব্যক্তি পাওয়া কষ্টকর। তাহাছাড়া কোন কোন দরিদ্র এলাকায় এ ধরনের উদ্যোগী ব্যক্তি আদৌ নাই। বিশেষত মফস্বলে এ অবস্থা বেশী পরিলক্ষিত। এইসব কারণে শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য ও শিক্ষার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার শর্তাবলী শিথিল করা আবশ্যক। অথবা সরকারী উদ্যোগে পর্যাপ্ত সংখ্যক নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। বিষয়টির প্রতি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সুদৃষ্টি কামনা করিতেছি।

মোঃ ইয়াছিন মজুমদার,
উপাধ্যক্ষ, জিয়ারকান্দি সিঃমাদ্রাসা,
গৌরীপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।